

৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি

১. ‘বন্ধন’ শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি?

- ক. ব+ন্+ধ+ন্ খ. বন্+ধন্
গ. ব+ন্ধ+ন ঘ. বান+ধন্ উ: খ

বিদ্যাবাড়া ☒ ব্যাখ্যা

‘বন্ধন’ শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস বন্ + ধন। অক্ষর হচ্ছে বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। আর বর্ণ বা হরফ হচ্ছে ধ্বনির চক্ষুগ্রাহ্য লিখিতরূপ বা ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন। বাংলা বন্ধন শব্দে বন্ + ধন্ দুটো অক্ষর রয়েছে। কিন্তু ব + ন্ + ধ্ + ন্ এগুলো অক্ষর নয়, এগুলো বর্ণ বা হরফ। ইংরেজিতে যাকে আমরা ‘Syllable’ বলে অভিহিত করি তাই অক্ষর।

২. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?

- ক. ৭টি খ. ৯টি
গ. ১০টি ঘ. ৮টি উ: ঘ

বিদ্যাবাড়া ☒ ব্যাখ্যা

বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি। ১টি স্বরবর্ণ (ঋ) এবং ৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ (খ, গ, ঙ, ঞ, ট, ঠ, ড)। তাছাড়া বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ রয়েছে ১০টি। তারমধ্যে স্বরবর্ণ ৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি (ঙ, ঞ, ণ, ণ, ণ, ণ)। মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি। তাছাড়া পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি। স্বরবর্ণ ১১টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি, মোট ৫০টি। যৌগিক স্বরধ্বনি ২৫টি। মৌলিক ব্যঞ্জনবর্ণ ৩০টি।

৩. ‘বিজ্ঞান’ শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি?

- ক. জ+এও খ. এও+গ
গ. এও+জ ঘ. গ+এও উ: ক

বিদ্যাবাড়া ☒ ব্যাখ্যা

‘বিজ্ঞান’ শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ জ্ + এও = জ্ঞ। এই যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ- জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞ, অজ্ঞান, সজ্ঞান। এও + জ = জ্ঞ যেমন- গজ্ঞ, অজ্ঞান ইত্যাদি। এও + চ = ঞ, দিয়ে গঠিত শব্দ অঞ্চল, সঞ্চয়, পঞ্চম। এও + ছ = ঞ্, দিয়ে গঠিত শব্দ বাঞ্ছা,

লাঞ্ছনা। এও + ঝ = ঞ্, দিয়ে বাঞ্ছা, বাঞ্ছাট ইত্যাদি।

৪. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি?

- ক. সভাসদ খ. শুভেচ্ছা
গ. ফলবান ঘ. তব্বী উ: খ

বিদ্যাবাড়া ☒ ব্যাখ্যা

‘শুভেচ্ছা’ শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি। কারণ এটি সন্ধিসাধিত শব্দ। শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা। অ + ই = এ। এছাড়া সভাসদ (সভা + সদ), ফলবান (ফল + বান) প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ। তব্বী = তনু + ঈ, শব্দটি সন্ধি এবং প্রত্যয় উভয় সাধিত শব্দ।

৫. বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি?

- ক. জনশ্রুতি খ. অনমনীয়
গ. খাসমহল ঘ. তপোবন উ: খ

বিদ্যাবাড়া ☒ ব্যাখ্যা

নেই নমন যার = অনমনীয় কোন পদই প্রাধান্য লাভ করেনি এবং না বোধক তাই (নঞ বহুব্রীহি সমাস)। জনশ্রুতি = জন দ্বারা শ্রুতি পরপদ প্রাধান্য লাভ করেছে (ওয়া তৎপুরুষ), খাসমহল = খাস যে মহল (কর্মধারয়), তপোবন = তপের নিমিত্ত বন (চতুর্থী তৎপুরুষ) সুতরাং সঠিক উত্তর অপশন (খ)। বহুব্রীহি সমাসে কোন পদই প্রাধান্য লাভ করে না। ব্যাসবাক্যে না-বাচক অব্যয় আসার জন্য এটি ন- এও বহুব্রীহি সমাস। কর্মধারয় সমাসে এবং তৎপুরুষ সমাসে পরপদ প্রাধান্য লাভ করে। জন্য, নিমিত্ত, বিভক্তি থাকলে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়।

৬. নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ?

- ক. জাত খ. গৈরিক
গ. উদ্ধত ঘ. গান্ধীর্ষ উ: ঘ

বিদ্যাবাড়া ☒ ব্যাখ্যা

‘গান্ধীর্ষ’ বিশেষ্য পদ, যার অর্থ গান্ধীরতা বা গান্ধীরভাব। ‘জাত’ শব্দটি বিশেষণ, যার অর্থ জন্মেছে এমন। ‘গৈরিক’ বিশেষণ পদ, যার অর্থ গেরুয়া রং; গেরুয়া

বসন। ‘উদ্ধৃত’ শব্দটিও বিশেষণ পদ অর্থ- বিনয়ের অভাব বা অহংকার।

৭. নিচের কোন শব্দে গত্ব বিধি অনুসারে ‘গ’-এর ব্যবহার হয়েছে?

ক. কল্যাণ খ. প্রবণ
গ. নিষ্কণ ঘ. বিপণি উ: খ

বিদ্যাবাতি ☑ ব্যাখ্যা▶

গ-ত্ব বিধি অনুসারে ‘গ’ এর ব্যবহার হয়েছে ‘প্রবণ’ শব্দে। প্র, পরা, পরি, নির এই চারটি উপসর্গের পর ‘ন’ ধ্বনি ‘গ’ হয়। যেমন- প্রণাম, পরিণাম, নির্মাণ ইত্যাদি। কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ‘গ’ হয়। যেমন- কল্যাণ, নিষ্কণ, বিপণি, গণিকা, আপণ, লাণ্য, বাণী, পাণি, কোণ, পণ, পণ্য, গণনা, বাণ, চাণক্য, মাণিক্য, গণ, বাণিজ্য, লবণ, মণ, বেণু, বীণা, কঙ্কণ, কণিকা, শোণিত, মণি, স্থাণু, বেণী, ফণী, অণু ইত্যাদি।

৮. ‘মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে’- বাক্যটিকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয়-

ক. মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে না
খ. মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ না করে পারে না
গ. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না
ঘ. মিথ্যাবাদীকে কেউ অপছন্দ করে নাউ: গ

বিদ্যাবাতি ☑ ব্যাখ্যা▶

‘মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে’ বাক্যটির নেতিবাচক রূপ- মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। না-সূচক বাক্যে না, নয়, নহে, নেই ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয় ব্যবহার করা হয়। না-বাচক অব্যয় ও না-বাচক ক্রিয়া বাক্যে দুইবার ব্যবহার করে হ্যাঁ বাচক ভাব বজায় রাখতে হয়।

৯. ‘Null and void’-এর বাংলা পরিভাষা কী?

ক. বাতিল খ. পালাবদল
গ. মামুলি ঘ. নিরপেক্ষ উ: ক

বিদ্যাবাতি ☑ ব্যাখ্যা▶

‘Null and void’ এর বাংলা পরিভাষা বাতিল। মামুলি- Trifling, পালাবদল- By turns এবং নিরপেক্ষ- Neutral। আরও কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ- Affiliated- অধিভুক্ত, Siege- অবরোধ।

Attested- সত্যায়িত, Password- প্রবেশাধিকার শব্দ। Pamphlet- প্রচারপত্র। Xerox- প্রতিলিপি, Excise- আবগারি।

১০. ‘হেড মৌলভী’ কোন কোন ভাষার শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে?

ক. ইংরেজি+ফার্সি খ. ইংরেজি +আরবি
গ. তুর্কি+আরবি ঘ. ইংরেজি+পর্তুগিজউ: ক

বিদ্যাবাতি ☑ ব্যাখ্যা▶

দুটি ভাষার দুটি শব্দে গঠিত শব্দকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন- হেড মৌলভী (ইংরেজি + ফার্সি), হেড পন্ডিত (ইংরেজি + তৎসম), পকেটমার (ইংরেজি + বাংলা), ভোটদাতা (ইংরেজি + সংস্কৃত), হাটবাজার (বাংলা+ ফারসি), চৌহদ্দি (ফারসি + আরবি), রাজাবাদশা (তৎসম + ফারসি)।

১১. ‘রবীন্দ্র’-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. রবী+ইন্দ্র খ. রবী+ঈন্দ্র
গ. রবি+ইন্দ্র ঘ. রবি+ঈন্দ্র উ: গ

বিদ্যাবাতি ☑ ব্যাখ্যা▶

রবীন্দ্র-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র। ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার উভয় মিলে দীর্ঘ-ঈ কার হয়। ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের সাথে যুক্ত হয়। যেমন- সতীন্দ্র = সতী + ইন্দ্র, অতি + ইত = অতীত, সুধীন্দ্র = সুধী + ইন্দ্র, পরীক্ষা = পরি + ইক্ষা।

১২. ‘এ যে আমাদের চেনা লোক’- বাক্যে ‘চেনা’ কোন পদ?

ক. বিশেষ্য খ. অব্যয়
গ. ক্রিয়া ঘ. বিশেষণ উ: ঘ

বিদ্যাবাতি ☑ ব্যাখ্যা▶

‘এ যে আমাদের চেনা লোক’- এখানে ‘চেনা’ শব্দটি বিশেষণ পদ। এ বাক্যে ‘চেনা’ শব্দটি দ্বারা লোকটির পরিচিতি বা অবস্থা প্রকাশ করেছে, তাই এটি বিশেষণ পদ। নজরুল, ঢাকা, ইত্তেফাক, সোমবার, মানুষ, আকাশ, জনতা, শয়ন, তারুণ্য ইত্যাদি বিশেষ্য পদ। নীল আকাশ, ঠান্ডা হাওয়া, তাজা মাছ, শ টাকা, সত্তর পৃষ্ঠা, বেলেমাটি ইত্যাদি বিশেষণ পদ।

১৩. ‘প্রকর্ষ’ শব্দের সমার্থক শব্দ-

ক. উৎকর্ষতা খ. অপকর্ষ
গ. উৎকর্ষ ঘ. অপকর্ষতা উ: গ

বিদ্যাবাষ্টি ✍️ ব্যাখ্যা

‘প্রকর্ষ’ বিশেষ্যবাচক শব্দটির সমার্থক শব্দ- উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি। ‘অপকর্ষ’ অর্থ- নিকৃষ্ট, অবনতি। অপকর্ষতা এবং উৎকর্ষতা প্রত্যয়জনিত অপপ্রয়োগ। কয়েকটি প্রত্যয়জনিত অপপ্রয়োগের উদাহরণ- অনিবার্যতা, আলস্যতা, ঐক্যতা, কার্পণ্যতা, চাতুর্যতা, দারিদ্রতা, দৈনতা, সৌজন্যতা ইত্যাদি।

১৪. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়?

ক. ছায়ানট খ. চক্রবাক
গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. বালুচর উ: ঘ

বিদ্যাবাষ্টি ✍️ ব্যাখ্যা

‘বালুচর’ পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের রচিত কাব্যগ্রন্থ। আর ছায়ানট, চক্রবাক, কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ। রুদ্রমঙ্গল, যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী কাজী নজরুল ইসলামের রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। কবি জসীমউদ্দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- রাখালী, বালুচর, ধানক্ষেত, নক্সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, সুচয়নী, মাটির কান্না, মা যে জননী কান্দে।

১৫. ‘সবুজপত্র’ প্রকাশিত হয় কোন সালে?

ক. ১৯০৯ সালে খ. ১৯১০ সালে
গ. ১৯১৪ সালে ঘ. ১৯২১ সালে উ: গ

বিদ্যাবাষ্টি ✍️ ব্যাখ্যা

‘সবুজপত্র’ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। পত্রিকাটি প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে ‘চলিত রীতি’ প্রবর্তনে অসামান্য অবদান রাখে। বাংলা ‘গদ্যরীতির’ বিকাশেও সবুজপত্র পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চলিত ভাষার একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে চলিত রীতিতে লেখা শুরু করেন। ‘ঘরে-বাইরে’ চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস।

১৬. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক-

ক. সুবচন নির্বাসনে

খ. রক্তাক্ত প্রান্তর
গ. নূরুলদীনের সারা জীবন
ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় উ: ঘ

বিদ্যাবাষ্টি ✍️ ব্যাখ্যা

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’। নাটকটির রচয়িতা সৈয়দ শামসুল হক। ‘নূরুলদীনের সারাজীবন’ সৈয়দ শামসুল হকের নাটক। ‘সুবচন নির্বাসনে; ‘এখন দুঃসময়, ‘সেনাপতি’ আব্দুল্লাহ আল মামুনের নাটক। ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ তৃতীয় পানি পথের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মুনির চৌধুরী রচিত নাটক। ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রথম কাব্যনাট্য। এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তার সর্বাধিক সার্থক ও মঞ্চসফল কাব্যনাট্য।

১৭. কোনটি জসীমউদ্দীনের নাটক?

ক. রাখালী খ. মাটির কান্না
গ. বেদের মেয়ে ঘ. বোবা কাহিনী উ: গ

বিদ্যাবাষ্টি ✍️ ব্যাখ্যা

জসীমউদ্দীনের নাটক ‘বেদের মেয়ে’, গ্রামের মায়া, পল্লীবধূ, মধুমালা, পদ্মাপাড়। ‘রাখালী’ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য কবিতাসমূহ হলো-রাখাল ছেলে, কবর। মাটির কান্না একটি কাব্যগ্রন্থ। আর ‘বোবাকাহিনী’ উপন্যাস। বেদের মেয়ে জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত লোকনাট্য।

১৮. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক-এর প্রভাব অপরিসীম?

ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. শ্রীকৃষ্ণ
গ. আদিনাথ ঘ. মনোহর দাশ উ: ক

বিদ্যাবাষ্টি ✍️ ব্যাখ্যা

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিসীম। এই মহাপুরুষ একটি বাংলা পণ্ডিত না লিখলেও তাঁর নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো চৈতন্যযুগ। তিনি প্রচার করলেন, জীবে দয়া ঈশ্বরে ভক্তি’ বিশেষ করে নাথধর্ম। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবতত্বকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবির রচনা করেন পদাবলী গান। চৈতন্যযুগ ১৫০০-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ। চৈতন্যদেবের জীবনকাল (১৪৮৬-১৫৩৪)।

১৯. মুনির চৌধুরীর অনূদিত নাটক কোনটি?

ক. কবর খ. চিঠি
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. মুখরা রমণী বশীকরণ উ:
ঘ

বিদ্যাবাষ্টি ☑ ব্যাখ্যা

মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক শেক্সপীয়রের ‘The Taming of the shrew’ এর অনুবাদ। কবর, চিঠি, রক্তাক্ত প্রান্তর এ তিনটি নাটকের রচয়িতাও মুনীর চৌধুরী। ‘কবর’ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক, রক্তাক্ত প্রান্তর, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) এবং চিঠি নাটকটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সময়ে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

২০. কোনটি উপন্যাস নয়?

ক. দিবারাত্রির কাব্যখ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ. কবিতার কথা ঘ. পথের পাঁচালী উ:
গ

বিদ্যাবাষ্টি ☑ ব্যাখ্যা

‘কবিতার কথা’ জীবনানন্দ দাশ রচিত একটি প্রবন্ধ। ‘দিবারাত্রির কাব্য’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ তাঁরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস। ‘পথের পাঁচালী’ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। জীবনানন্দ দাশের উপাধি- ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, রূপসী বাংলার কবি। জীবনানন্দের মা বিখ্যাত কবি কুসুমকুমারী দাশ। ‘কবিতার কথা’ প্রবন্ধের বিখ্যাত উক্তি- “সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।”

২১. ‘বিষাদ সিন্ধু’ একটি-

ক. গবেষণা গ্রন্থ খ. ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ
গ. ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসঘ. আত্মজীবনী উ:
গ

বিদ্যাবাষ্টি ☑ ব্যাখ্যা

‘বিষাদ সিন্ধু’ মীর মশাররফ রচিত একটি- ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস। এটি লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা। কারবালার ঘটনার মর্মস্পর্শী বর্ণনা এর মূল উপজীব্য। ‘আমার জীবনী’, বিবি কুলসুম, এই দুটি মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী।

২২. মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫২

গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২ উ: গ

বিদ্যাবাষ্টি ☑ ব্যাখ্যা

মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মৃত্যুবরণ করেন ১৭৬০ সালে। তার জীবনকাল ১৭১২-১৭৬০। তিনি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যের জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাকে ‘রায়গুণাকর’ উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অষ্টাদশ শতকের তথা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি। ঈশ্বরী পাটনীর করা ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’ উক্তিটির দ্বারা তার কবি প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়।

২৩. ‘তোহফা’ কাব্যটি কে রচনা করেন?

ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর
গ. সাবিরিদ খান ঘ. আলাওল উ: ঘ

বিদ্যাবাষ্টি ☑ ব্যাখ্যা

‘তোহফা’ কাব্যটি রচনা করেন আলাওল। তোহফা একটি নীতিকাব্য। আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আলাওল। তার উপাধি মহাকবি। আলাওলের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা ‘পদ্মাবতী’। দৌলত কাজী আরাকান রাজসভার আদি এবং প্রথম বাঙালি কবি। মাগন ঠাকুর রোসাজ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার প্রসিদ্ধ রচনা ‘চন্দ্রাবতী’। সাবিরিদ খান ‘কালিকামঙ্গল’ কাব্য ধারার বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অন্যতম কবি।

২৪. এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা?

ক. কবিগান খ. পুঁথি সাহিত্য
গ. নাথ সাহিত্য ঘ. বৈষ্ণব পদ সাহিত্য উ: ক

বিদ্যাবাষ্টি ☑ ব্যাখ্যা

এন্টনি ফিরিঙ্গি কবিগানের রচয়িতা। তিনি ছিলেন পর্তুগীজ নাগরিক। কবিগানের আদিগুরু ছিলেন- ভোলা ময়রা, ভবানী বেনে, হরু ঠাকুর, রামবসু, নিতাই বৈরাগী। আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত ইসলামী চেতনাসম্পর্কিত সাহিত্যকে পুঁথিসাহিত্য বলা হয়। ফকির গরীবুল্লাহ পুঁথিসাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি। বৌদ্ধধর্ম ও শৈব ধর্মের সম্মিলনে নাথসাহিত্যের প্রসার লাভ করেছিল। মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ এ সাহিত্যের কবি। রাধা-কৃষ্ণের

প্রণয়লীলার কাহিনী নিয়ে রচিত পদসমূহকে সংক্ষেপে বৈষ্ণব পদ সাহিত্য বলে।

২৫. 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির প্রণেতা-

ক. উইলিয়াম কেরি খ. গোলকনাথ শর্মা
গ. রামরাম বসু ঘ. হরপ্রসাদ রায় উ: গ

বিদ্যাবাষ্টি ব্যাখ্যা

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির প্রণেতা- রামরাম বসু। এটি বাঙালির লেখা বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। বাংলা গদ্যে প্রথম জীবনচরিত। রামরাম বসুর রচিত 'লিপিমাল্য' প্রথম বাংলা পত্রসাহিত্য। উইলিয়াম কেরি রচিত 'কথোপকথন' বাংলা ভাষায় কথ্যরীতির প্রথম নিদর্শন। 'ইতিহাসমালা' বাংলা ভাষার প্রথম গল্পসংগ্রহ। গোলকনাথ শর্মা রচিত গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' এবং হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা'।

২৬. 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়?

ক. বঙ্গদূত খ. জ্ঞানান্বেষণ
গ. জ্ঞানাকুর ঘ. সংবাদ প্রভাকর উ: খ

বিদ্যাবাষ্টি ব্যাখ্যা

ইয়ংবেঙ্গল বলতে ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবকদের বোঝাত। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন ডিরোজিও। ১৮৩১ সালে ইয়ংবেঙ্গল আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গদূত পত্রিকাটি ১৮২৯ সালে নীলমণি হালদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। জ্ঞানাকুর ১৮৭২ সালে শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত পত্রিকা। সংবাদ প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রথম দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র।

২৭. হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকার নাম-

ক. অবকাশ রঞ্জিকা খ. বিবিধার্থ সংগ্রহ
গ. কাব্য প্রকাশ ঘ. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা উ: ঘ

বিদ্যাবাষ্টি ব্যাখ্যা

হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'। পত্রিকাটি কুমারখালী, কুষ্টিয়া থেকে ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ সালে কুমারখালীতে এ পত্রিকার নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অবকাশ রঞ্জিকা' ১৮৬২ সালে হরিশচন্দ্র মিত্র

সম্পাদিত পত্রিকা। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত পত্রিকা। 'কাব্য প্রকাশ' ১৮৬৪ সালে হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা।

২৮. নিচের কোনটি ভ্রমণসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ নয়?

ক. চার ইয়ারী কথা খ. পালামৌ
গ. দৃষ্টিপাত ঘ. দেশে বিদেশে উ: ক

বিদ্যাবাষ্টি ব্যাখ্যা

'চার ইয়ারী কথা' প্রমথ চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ', যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' এবং সৈয়দ মুজতবা আলী দেশে বিদেশে তিনটিই ভ্রমণকাহিনী। 'পালামৌ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনী। এটি বিহারের কাহিনী নিয়ে লেখা।

২৯. নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি-

ক. গণদেবতা খ. পদ্মানদীর মাঝি
গ. সীতারাম ঘ. পথের পাঁচালী উ: গ

বিদ্যাবাষ্টি ব্যাখ্যা

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাই এই উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজজীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি। অন্যদিকে 'গণদেবতা' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ভারতের গ্রামীণ সমাজের বিবর্তনের পটভূমিতে। 'পদ্মানদীর মাঝি' জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ নিয়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। গ্রাম বাংলার দুই ভাই বোন অপু ও দুর্গার বেড়ে ওঠা নিয়ে উপন্যাস পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত।

৩০. নিচের কোন চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের?

ক. বিহারী-বিনোদিনী খ. নিখিলেস-বিমলা
গ. মধুসূদন-কুমুদিনী ঘ. অমিত-লাবণ্য উ: খ

বিদ্যাবাষ্টি ব্যাখ্যা

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি ব্রিটিশ ভারতের স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। এর প্রধান দুটি চরিত্র- নিখিলেস ও বিমলা। 'চোখের বালি' উপন্যাসের চরিত্র বিহারী-বিনোদিনী, যোগাযোগ উপন্যাসের চরিত্র মধুসূদন-কুমুদিনী এবং শেষের কবিতা উপন্যাসের নায়ক নায়িকা অমিত ও

লাবণ্য। ঘরে-বাইরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চলিত ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস।

৩১. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস?

ক. রক্তের বেদন খ. সর্বহারা
গ. আলেয়া ঘ. কুহেলিকা উ: ঘ

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা▶

কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস বাঁধনহারা (১ম), মৃত্যুক্ষুধা এবং কুহেলিকা। বাঁধনহারা ১৮টি পত্রের সমন্বয়ে একটি পত্রোপন্যাস। ‘রক্তের বেদন’ কাজী নজরুল ইসলামের রচিত একটি গল্পগ্রন্থ। ‘আলেয়া’ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত নাটক এবং ‘সর্বহারা’ কবির একটি কাব্যগ্রন্থ।

৩২. কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য?

ক. ব্রজাঙ্গনা খ. বিলাতের পত্র
গ. বীরাঙ্গনা ঘ. হিমালয় উ: গ

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা▶

‘বীরাঙ্গনা’ মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি পত্রকাব্য। কাব্যটিতে ১১টি পত্র রয়েছে। কাব্যটি ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম পত্রকাব্য। ব্রজাঙ্গনা কাব্য ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথমে কাব্যটির নাম ছিল ‘রাধাবিরহ’ ব্রজাঙ্গনা মধুসূদন দত্ত রচিত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক ‘গীতিকাব্য’। ‘হিমালয়’ জলধর সেন রচিত ভ্রমণকাহিনী। ‘বিলাতের পত্র’ সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রমণকাহিনীমূলক রচনা।

৩৩. ‘একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা’- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার চরণ?

ক. সোনার তরী খ. চিত্রা
গ. মানসী ঘ. বলাকা উ: ক

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা▶

‘একখানি ছোট খেত আমি একেলা’ চরণটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোনার তরী’ কবিতার। চিত্রা, মানসী, বলাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ। ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা- সোনার তরী, যেতে

নাহি দিব, নিরুদ্দেশ যাত্রা, হিং টিং ছট, পুরস্কার, দুই পাখি, প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোনার তরী কাব্যটি- কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনকে উৎসর্গ করেন। দুই পাখি কবিতার চরণ- খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে।

৩৪. ‘আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি’- কবিতাটি কার লেখা?

ক. শামসুর রাহমান খ. আল মাহমুদ
গ. আবুল ফজল ঘ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ উ: ঘ

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা▶

‘আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি’ কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ’র লেখা। কবিতাটি কবির একই নামের কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে- স্বাধীনতা তুমি, আসাদের শাট, একটি কবিতার জন্য, বর্ণমালা আমার দুগ্ধিনী বর্ণমালা উল্লেখযোগ্য। আল মাহমুদের কবিতা- জেলগেটে দেখা, সোনালী কবিন, নোলক। আবুল ফজলের প্রকাশিত গ্রন্থ- রাঙা প্রভাত (উপন্যাস), চৌচির (উপন্যাস), মাটির পৃথিবী (গল্পগ্রন্থ)।

৩৫. কোনটি শওকত ওসমানের রচনা নয়?

ক. চৌরসন্ধি খ. ক্রীতদাসের হাসি
গ. ভেজাল ঘ. বনি আদম উ: গ

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা▶

‘ভেজাল’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি উপন্যাস। ‘ভেজাল’ কবিতার লেখক সুকান্ত ভট্টাচার্য। শওকত ওসমানের- ক্রীতদাসের হাসি, চৌরসন্ধি, বনি আদম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তার প্রথম উপন্যাস ‘জননী’। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস- ‘জাহান্নাম হইতে বিদায়’, ‘দুই সৈনিক’, ‘নেকড়ে অরণ্য’। শওকত ওসমানের ‘জন্ম যদি তব বঙ্গে’ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগ্রন্থ। তার ‘আর্তনাদ’ উপন্যাসটি ভাষা আন্দোলনভিত্তিক।

১. 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. দীনেশচন্দ্র সেন
গ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ. সুকুমার সেন উ:
ক

বিদ্যাবাহিঁ (✓) ব্যাখ্যা

'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' এবং 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থ দুটির রচয়িতা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৮৯৬ সালে রচিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় 'The Origin and Development of Bengali Language (ODBL)' নামে পরিচিত। সুকুমার সেনের গ্রন্থ-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' এবং 'বাংলা সাহিত্যের কথা'।

২. বাক্যে কোন যতি চিহ্নটি থাকলে থামার প্রয়োজন নেই? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. কোলন খ. সেমিকোলন
গ. হাইফেন ঘ. ড্যাস উ: গ

বিদ্যাবাহিঁ (✓) ব্যাখ্যা

বাক্যে হাইফেন(-), ইলেক বা লোপচিহ্ন(') এবং ব্রাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন থাকলে থামার প্রয়োজন নেই। কোলন, দাঁড়ি, জিজ্ঞেসা চিহ্ন, বিস্ময় চিহ্ন, কোলন ড্যাস, ড্যাস থাকলে এক সেকেন্ড থামতে হয়। বাক্যে সেমিকোলন থাকলে থামতে হয় ১ বলার দ্বিগুন সময়। সবচেয়ে বেশি সময় থামতে হয় সেমিকলনে। কমা চিহ্নের বিরতিকাল ১ বলতে যে সময় লাগে। বাক্যের অভ্যন্তরে বসে-কমা, সেমিকোলন, ড্যাস। বাক্যের প্রান্তে বসে-দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন।

৩. 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. প্রমথ চৌধুরি উ:
খ

বিদ্যাবাহিঁ (✓) ব্যাখ্যা

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পত্রিকাটি ১৮৩১ সালে সাপ্তাহিক এবং

১৮৩৯ সালে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে চালু হয়। এটি বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। তার আরও তিনটি পত্রিকা-সংবাদ রত্নাবলী, সংবাদ সাধুরঞ্জন, পাষাণ পীড়ন। কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত পত্রিকা- ধুমকেতু(১৯২২), লাঙ্গল(১৯২৫), এবং দৈনিক নবযুগ (১৯৪১)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকা- বঙ্গদর্শন(১৮৭২)। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত পত্রিকা- সবুজপত্র(১৯১৪)। পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতি প্রচলনে অবদান রাখে।

৪. 'পানি' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. বারিধি খ. নলিনী
গ. অপ ঘ. পয়: উ: গ, ঘ

বিদ্যাবাহিঁ (✓) ব্যাখ্যা

পানি শব্দের প্রতিশব্দ -অপ, পয়:, অম্মু, নীর, সলিল, বারি, উদক, তোয়, প্রানদ, বারুন ইত্যাদি। সুতরাং গ ও ঘ দুটোই সঠিক উত্তর। সমুদ্র শব্দের সমার্থক বারিধি, জলধি, উদধি, পয়োধি, অম্মুধি, জলনিধি ইত্যাদি। নলিনী, পঙ্কজ, রাজীব, উ'পল, কমল, কুমুদ, কুবলয়, শতদল, অরবিন্দ, তামরস, কোকনদ, সরোজ, সরসিজ, পুষ্প প্রভৃতি পদ্য শব্দের সমার্থক শব্দ।

৫. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. মুমূর্ষু খ. মুমূর্ষু
গ. মূমূর্ষু ঘ. মূমূর্ষু উ: খ

বিদ্যাবাহিঁ (✓) ব্যাখ্যা

মুমূর্ষু বানানটি শুদ্ধ। রেফ(´) এর পরে 'ষ' হয়। যেমন-আকর্ষণ, ঈর্ষা, উৎকর্ষ, পর্ষদ, বর্ষ, বর্ষন, বার্ষিক, বিমর্ষ,

মহর্ষি, মহাকর্ষ, শীর্ষ, সংঘর্ষ, সগুর্ষি, হর্ষ ইত্যাদি। তৎসম শব্দের বানানে 'ষ' এর ব্যবহার পাওয়া যায়। দেশি,

তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে 'ষ' এর ব্যবহার হয় না।

৬. 'ধামাধরা' বাগধারাটির অর্থ কী? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. যথেষ্টাচারী খ. বক ধার্মিক
গ. তোষামোদকারী ঘ. কদরহীন লোক উ: গ

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা

‘ধামাধরা’ বাগধারাটির অর্থ তোষামোদকারী। ‘খয়ের খাঁ’ বাগধারাটির অর্থও তোষামোদকারী বা চাটুকার। ‘যথেষ্টাচারী’ অর্থে বাগধারা হলো-গোকুলের ষাড়। বক ধার্মিক অর্থে বাগধারা-বিড়াল তপস্বী। কদরহীন লোক অর্থে বাগধারা-ফেফলু পার্টি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা- উলুখাগড়া-গুরুত্বহীন লোক। জো-হুম-তোষামোদকারী, আদাড়ের হাঁড়ি-সামান্যলোক, ঢাকের কাঠি-তোষামুদে, খোদার খাসি-ভাসনা চিন্তাহীন।

৭. ‘দর্শনীয়’ শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় - [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. √দর্শন + ইয় খ. √দৃশ্ + অনীয়
গ. √দৃশ্য + নীয় ঘ. √দর্শন + ঙ্গয় উ: খ

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা

দর্শনীয় শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় √দৃশ্ + অনীয়। নতুন শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-করণীয় = √কৃ + অনীয়, রক্ষণীয় = √রক্ষ + অনীয়, পালনীয় = √পালি + অনীয়, কর্তব্য = √কৃ + তব্য, পঠিতব্য = √পঠ + তব্য, দাতব্য = √দা + তব্য, কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে ‘তব্য’ ও অনীয় প্রত্যয় হয়। এরকম আরও শব্দ পানীয়, শ্রবণীয় ইত্যাদি।

৮. ‘সাথী’ শব্দটি কোন লিঙ্গ? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. পুংলিঙ্গ খ. স্ত্রী লিঙ্গ
গ. ক্লীব লিঙ্গ ঘ. উভয় লিঙ্গ উ: ঘ

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা

‘সাথী’ শব্দটি উভয়লিঙ্গ। এরূপ উভয় লিঙ্গের উদাহরণ -শিশু, সন্তান, মন্ত্রী, পাখি, জন, কবি, শিক্ষক, ডাক্তার, সম্পাদক, সভাপতি, চেয়ারম্যান ইত্যাদি। পুংলিঙ্গ-যে শব্দ দ্বারা পুরুষ জাতি বোঝায়। যেমন-বাবা, ভাই, পিতা, পুত্র, চাচা, দাদা, মামা, খালা ইত্যাদি। স্ত্রী লিঙ্গ-যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী জাতি বোঝায়। যেমন-মা, বোন, মাতা, কন্যা, চাচি, ফুফু,

মামী, ইত্যাদি। ক্লীব লিঙ্গ-যে শব্দ দ্বারা পুরুষ-স্ত্রী কিছুই না বুঝিয়ে অচেতন পর্দাথ বোঝায়। যেমন-বই, খাতা, কলম, চেয়ার, টেবিল, ঘর, গাড়ি ইত্যাদি।

৯. ‘সাপের খোলস’ এক কথায় প্রকাশ - [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. কৃতি খ. নির্মোক
গ. অজিন ঘ. করভ উ: খ

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা

সাপের খোলস এক কথায় প্রকাশ-‘নির্মোক’ বা ‘কৃষ্ণক’।

এরূপ- বাঘের চামড়া : কৃতি

হরিণের চামড়া : অজিন

হরিণের চামড়ার আসন : অজিনাসন

হাতির শাবক : করভ

ব্যাঙের ছানা : ব্যাঙাচি

১০. ‘রাজায় রাজায় লড়াই করছে’ - এই বাক্যে ‘রাজায় রাজায়’ কী [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. প্রযোজক কর্তা খ. মুখ্য কর্তা
গ. ব্যতিহার কর্তা ঘ. গিজন্ত কর্তা উ: গ

বিদ্যাবাহিঁ ব্যাখ্যা

‘রাজায় রাজায় লড়াই করছে’ বাক্যে ‘রাজায় রাজায়’ ব্যতিহার কর্তা। দুটি বিশেষ্য পদ একই কাজ সম্পাদন করলে ব্যতিহার কর্তা হয়। এরূপ- বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খায়। যে ক্রিয়া যোজনা করে তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। প্রযোজক কর্তা :

প্রযোজ্য কর্তা:

প্রযোজক ক্রিয়া:

মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে।

সাপুড়ে সাপ খেলায়।

রাখাল গুরুকে ঘাস খাওয়ায়।

তুমি খোকাকে কাঁদিওনা।

তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন।

যে নিজের কাজ নিজে না করে অপরকে দিয়ে করায় তাকে গিজন্ত কর্তা বলে। যেমন- শিক্ষক ছাত্রকে হাসাচ্ছেন, উপাসিকা ভিক্ষুকে ভোজন করাচ্ছেন, রাজা দরিদ্রকে ধন বিতরণ করাচ্ছেন। পিতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন।

যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে, সে মুখ্য কর্তা।
যেমন- ছেলেরা ফুটবল খেলেছে।

১১. 'উষ্ণ' শব্দের যুক্তাক্ষরটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. ষ + ন খ. ষ + ণ
গ. ষ + ঞ ঘ. ষ + ঙ উ: খ

বিদ্যাবাহিঁ ✓ ব্যাখ্যা

'উষ্ণ' শব্দের যুক্তাক্ষরটি ষ্ণ = ষ + ণ। এই যুক্ত অক্ষর দিয়ে শব্দ-তৃষ্ণা, কৃষ্ণ, উষ্ণ ইত্যাদি। ষ+ম = 'ম্' দিয়ে লক্ষণ, লক্ষী। ক্ + ষ = 'ক্ষ' দিয়ে বক্ষ, রক্ষা, শিক্ষক, ইত্যাদি।

১২. কোনটি সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তির উদাহরণ? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. ভিক্ষা দাও দেখিলে ভিক্ষুক।
খ. ভিক্ষা দাও দুয়ারে ভিক্ষুক।
গ. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।
ঘ. কোনোটিই নয়। উ: গ

বিদ্যাবাহিঁ ✓ ব্যাখ্যা

'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও'-সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি। দেশের জন্য প্রাণ দাও-সম্প্রদান কারকে ৪র্থী বিভক্তি। তোমার পতাকা যাবে দাও, তারে বহিবার দাও শক্তি - সম্প্রদানে ৪র্থী। ভিক্ষা দাও দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক-সম্প্রদানে শূণ্য, অন্ন চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু-সম্প্রদানে শূণ্য, গৃহীনে গৃহ দাও-সম্প্রদানে ৭মী, অন্নহীনে অন্ন দাও-সম্প্রদানে ৭মী, গুরুজনে কর নতি-সম্প্রদানে ৭মী।

১৩. 'প্রসারণ' এর বিপরীত শব্দ - [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. সম্প্রসারণ খ. বিবর্ধন
গ. আকুঞ্চন ঘ. আকর্ষণ উ: গ

বিদ্যাবাহিঁ ✓ ব্যাখ্যা

'প্রসারণ' এর বিপরীত শব্দ আকুঞ্চন।
সম্প্রসারণ-সংকোচন।
আকর্ষণ-বিকর্ষণ।
ক্ষীয়মান-বর্ধমান
আবাহন-বিসর্জন
কৃপণ-বদান্য
আবির্ভাব-তিরোভাব

১৪. কোনটি ফারসি শব্দ? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. চাবি খ. চাকর
গ. চাহিদা ঘ. চশমা উ: ঘ

বিদ্যাবাহিঁ ✓ ব্যাখ্যা

ফারসি শব্দ-চশমা, কারখানা, তারিখ, দোকান, দপ্তর, দরবার, দস্তখত, মেথর। পর্তুগিজ শব্দ-চাবি, বোমা, পেরেক, আলপিন, মিস্ত্রি, সাবান, বোতল, বোতাম, বালতি। পাঞ্জাবি শব্দ-চাহিদা, শিখ। তুর্কি শব্দ-চাকর, চাকু, খোকা, বাবা, বাচুর্চি, বেগম, বন্দুক, দারোগা, কাঁচি।

১৫. কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. বড় দাদা ≥ বড়দা খ. কিছু ≥ কিচু
গ. পিচাচ ≥ পিচাশ ঘ. মুক্তা ≥ মুকুতা উ: গ

বিদ্যাবাহিঁ ✓ ব্যাখ্যা

ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ: পিচাচ ≥ পিচাশ, রিকসা ≥ রিস্কা, লাফ ≥ ফাল, মুকুট ≥ মুটুক, বাক্স ≥ বাস্ক, মগজ ≥ মজগ ব্যঞ্জনচ্যুতির উদাহরণ :- বর দাদা ≥ বড়দা, বউদিদি ≥ বউদি, ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বা দ্বিত্বব্যঞ্জন :- কিছু ≥ কিচু, বড় ≥ বড্ড, পাকা ≥ পাক্কা, ছোট ≥ ছোট্ট, সকাল ≥ সন্কাল, মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি:- 'উ' ধ্বনির আগমন : মুক্তা ≥ মুকুতা, শুক্রবার ≥ শুককুরবার,

১৬. 'কৃতবিদ্যা' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. কৃত যে বিদ্যা খ. কৃত যে বিদ্যা
গ. কৃত বিদ্যা যার ঘ. কৃত হয়েছে যার বিদ্যা উ: গ

বিদ্যাবাহিঁ ✓ ব্যাখ্যা

'কৃতবিদ্যা' শব্দের ব্যাসবাক্য কৃতবিদ্যা যার। যে সমাস সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোন পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন- মহাত্মা=মহান আত্মা যার, ধীরবুদ্ধি = ধীর বুদ্ধি যার। স্বচ্ছসলিলা=স্বচ্ছ সলিল যার, নীলবসনা = নীল বসন যার, স্থিরপ্রতিজ্ঞা=স্থির প্রতিজ্ঞা যার, আয়তলোচনা=আয়ত লোচন যার।

১৭. কোন সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান থাকে? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. অব্যয়ীভাব খ. বহুব্রীহি
গ. দ্বন্দ্ব ঘ. কর্মধারয় উ: ঘ

বিদ্যাবাহুি ☑ ব্যাখ্যা

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। অর্থাৎ অপশনগুলোর মধ্যে পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। তাছাড়া তৎপুরুষ সমাসেও পরপদের অর্থ প্রধান থাকে। তবে পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পায়।

কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ : গোলাপ নামের ফুল - গোলাপফুল, নীল যে পদ্ম- নীলপদ্ম, শ্বেত যে বস্ত্র- শ্বেতবস্ত্র।

তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ: বইকে পড়া- বই পড়া, বিপদকে আপন্ন- বিপদাপন্ন, আত্মকে রক্ষা- আত্মরক্ষা।

১৮. 'যারা বাইরে ঠাঁট বজায় রেখে চলে'। এর অর্থ প্রকাশক বাগধারা কোনটি? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. ব্যাঙের আধুলি খ. লেফাফা দুরন্ত
গ. রাশভারি ঘ. ভিজে বিড়াল উ: খ

বিদ্যাবাহুি ☑ ব্যাখ্যা

'লেফাফা দুরন্ত' অর্থ যারা বাইরে ঠাঁট বজায় রেখে চলে। ব্যাঙের আধুলি-সামান্য সম্পদ, ব্যাঙের সর্দি-অসম্ভব ঘটনা, রাশভারি-গম্ভীর প্রকৃতিবিশিষ্ট, ভিজে বিড়াল- কপটচারী, অতি চালাক, গম্ভীর জলের মাছ- অতি চালাক, বিড়াল তপস্বী-বক ধার্মিক, ভড়, বিড়ালের আড়াই পা-বেহায়াপনা।

১৯. যোগরূঢ় শব্দ কোনটি? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. বাঁশি খ. তৈল
গ. পঙ্কজ ঘ. চিকামারা উ: গ

বিদ্যাবাহুি ☑ ব্যাখ্যা

যোগরূঢ় শব্দ-পঙ্কজ, রাজপুত্র, মহাযাত্রা, কলবি, তুরঙ্গম ইত্যাদি। যোগরূঢ় শব্দগুলো সমাসবদ্ধ হয়। বাঁশি, হস্তী, গবেষণা, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ ইত্যাদি শব্দগুলো রুঢ়ি শব্দ। রুঢ়ি শব্দ সন্ধি, প্রত্যয় এবং

উপসর্গ যোগে গঠিত হয়। চিকামারা, গায়ক, কর্তব্য, বাবুয়ানা, মধুর, দৌহিত্র, ইত্যাদি শব্দগুলো যৌগিক শব্দ। যৌগিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই।

অর্থগত দিক থেকে শব্দ সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা-যৌগিক, রুঢ়ি এবং যোগরূঢ়।

২০. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. পাবক খ. পবন
গ. বহি ঘ. অনল উ: খ

বিদ্যাবাহুি ☑ ব্যাখ্যা

বায়ু শব্দের সমার্থক-পবন, অনিল, বাতাস, বাত, রায়, সমীর, সমীরন, মরনত, হাওয়া, গন্ধবহ, মরুৎ, মারুত, শব্দবহ, জগদ্বল, জগৎপ্রাণ, সদাগতি, মাতরিশ্বা ইত্যাদি।

বাকি তিনটি অগ্নি শব্দের সমার্থক। অর্থাৎ পাবক, বহি, অনল, আগুন, কৃশানু, দহন, হুতাশন, বৈশ্বানর, শিখা, সর্বভুক, সর্বশুচি, পাবন ইত্যাদি অগ্নির সমার্থক শব্দ।

২১. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. কারো ফাগুন মাস, কারো সর্বনাশ।

খ. সে প্রাণিবিদ্যায় দুর্বল।

গ. আগত শনিবার কলেজ বন্ধ থাকবে।

ঘ. বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।

উ:

ঘ

বিদ্যাবাহুি ☑ ব্যাখ্যা

'বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে' বাক্যটি শুদ্ধ। ক, খ, গ অপশনের শুদ্ধ বাক্য যথাক্রমে-কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। সে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে দুর্বল, আগামী শনিবার কলেজ বন্ধ থাকবে।

গুরুত্বপূর্ণ বাক্য-বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন। দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল। তাহার জীবন সংশয়ভরা, দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা, এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।

২২. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. কে, রে খ. প্রথমা, শূন্য
গ. র, এর ঘ. এ, তে উ: গ

সম্বন্ধ পদে ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা-
আমি+র=আমার, রহিম+এর=রহিমের। সময়বাচক
অর্থে সম্বন্ধ পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা-
আজি+কার=আজিকার > আজকের। পূর্বে + কার
= পূর্বোকার। কে,রে- একবচনে দ্বিতীয়া বিভক্তি।
প্রথমা,শূণ্য বিভক্তিতে একবচনে অ, এ, তে, এতে
এবং বহুবচনে রা, এরা,গুলি, গণ, বৃন্দ।
র, এর একবচনে ষষ্ঠী বিভক্তি।
এ, তে একবচনে সপ্তমী বিভক্তি।

বিদ্যাবাড়া ☑ ব্যাখ্যা

‘ইউসুফ জোলেখা’ রোমান্টিক প্রণয়কাব্য জাতীয়
রচনা। আবদুর রহমান জামি রচিত ‘ইউসুফ ওয়া
জুলায়খা’ থেকে এই কাব্যের পটভূমি ইরান। বাংলা
সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মুসলমান কবি বা
প্রাচীনতম বাঙালি কবি বা কোমান্টিক মুসলমান কবি
রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য ইউসুফ জোলেখা।
‘ইউসুফ জোলেখা’ নামেই কাব্য লেখেন আব্দুল হাকিম
এবং ফকির গরীবুল্লাহ।

বিদ্যাবাড়া ☑ ব্যাখ্যা

২৩. কোনটি ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ? [১৬তম প্রভাষক
নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. শুভেচ্ছা খ. সংবাদ
গ. প্রত্যেক ঘ. অতীত উ: খ

বিদ্যাবাড়া ☑ ব্যাখ্যা

ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ সংবাদ = সম্ + বাদ।

সংশয় = সম্ + শয়

সংযম = সম্ + যম

সংবরণ = সম্ + বরণ

সংলাপ = সম্ + লাপ

সংযোগ = সম্ + যোগ

সংসার = সম্ + সার

সংহার = সম্ + হার

‘ম’ এর পরে অন্তঃস্থ ধ্বনি য,র,ল,ব কিংবা
শ,ষ,স,হ থাকলে ‘ম’ স্থলে ‘হ’ হয়। শুভ+ ইচ্ছা =
শুভেচ্ছা, প্রতি + এক = প্রত্যেক, অতি + ইত =
অতীত, এগুলো স্বরসন্ধির উদাহরণ।

২৪. ‘ইউসুফ জোলেখা’ কী জাতীয় রচনা? [১৬তম প্রভাষক
নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ. রম্যরচনা উ:
গ

বিদ্যাবাড়া ☑ ব্যাখ্যা

কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরেশী।
কায়কোবাদ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি
মুসলমান কবি। তিনি বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে
প্রথম মহাকাব্য ও সনেট রচয়িতা। কায়কোবাদের
মহাকাব্য মহাশ্মশান(১৯০৪)। এটি পানি পথের ওয়
যুদ্ধ(১৭৬১) অবলম্বনে রচিত। মোহাম্মদ রওশন
আলী সম্পাদিত ‘কোহিনূর’ পত্রিকায় মহাকাব্যটি
ধারাবাহিক করে প্রকাশিত হয়। মহাকাব্যটি মোট
৬০টি সর্গে বিভক্ত। তার উপাধি-কাব্যভূষণ,
বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন। তিনি ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত
কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে
সভাপতিত্ব করেন। তার কাব্যগ্রন্থগুলো-বিরহবিলাপ,
অশ্রুমালা,মহরম শরীফ, কুসুমকানন, শিবমন্দির,
অমিয়ধারা শ্মশানভঙ্গ্য।তার বিখ্যাত কবিতা ‘আযান’।

১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন

১. ‘Epicurism’ এর যথার্থ পরিভাষা- [১৫তম
প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. নিয়তিবাদ খ. অস্তিত্ববাদ
গ. ভোগবাদ ঘ. পরিবেশবাদ উ: গ

বিদ্যাবাড়া ☑ ব্যাখ্যা

‘Epicurism’ এর পরিভাষা ভোগবাদ। এরূপ-
Equation – সমীকরণ, Eradication-
উচ্ছেদ, Extension- সম্প্রসারণ, Edition-
সংস্করণ, Epitaph- সমাধিলিপি,
Euphemism- শ্রুতিকটু শব্দের,
Exciseduty- আবগারী শুল্ক, পরিবর্তে কোমল
শব্দের প্রয়োগ।

২. মৌলিক শব্দ কোনটি? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন
পরীক্ষা-২০১৯]

ক. শ্রবণ খ. পাঠক
গ. পরিষ্কার ঘ. কালো উ: ঘ

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

এখানে মৌলিক শব্দ কালো। গোলাপ, নাক, লাল, ফুল, ঘর, বউ, মা, হাত, পা, গাছ, পাখি, তিন ইত্যাদি মৌলিক শব্দ। ‘শ্রবণ’= শ্রো+অন, সন্ধি সাধিত শব্দ। ‘পাঠক’ প্রত্যয় সাধিত শব্দ। পাঠক শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় √পঠ+অক। কর্তৃবাচ্য ধাতুর পরে ‘অক’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দটি গঠিত হয়েছে। পরিষ্কার = পরি+কার, সন্ধি সাধিত শব্দ। সাধিত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া-সন্ধি যোগে, সমাস যোগে, উপসর্গ যোগে, প্রত্যয় যোগে, বিভক্তি যোগে।

৩. ‘সুন্দর মানুষকে নিজের দিকে টানে’। -বাক্যটিতে ‘সুন্দর’ শব্দটি কোন পদ? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন
পরীক্ষা-২০১৯]

ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. সর্বনাম ঘ. অব্যয় উ: ক

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

‘সুন্দর মানুষকে নিজের দিকে টানে’। বাক্যে ‘সুন্দর’ শব্দটি বিশেষ্য পদ। বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যেমন-হাবিব(ব্যক্তি), ঢাকা(স্থান), সোমবার(কালনাম), সঞ্চিতা(সৃষ্টিনাম)। ‘সুন্দর’-শব্দটি বাক্যটিতে বিশেষ্যের কাজ করেছে। বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা-নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ। বিশেষণ পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ বোঝায়। সর্বনাম-বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়। সর্বনাম

পদ ৯ প্রকার। ব্যক্তিগত সর্বনাম-আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, অব্যয়- যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না। ন ব্যয় = অব্যয়। অব্যয় পদ ৩ প্রকার। যথা বাংলা, তৎসম ও বিদেশি।

৪. ‘নীরোগ’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [১৫তম
প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. নীঃ + রোগ খ. নিঃ + রোগ
গ. নি + রোগ ঘ. নির + যোগ উ: খ

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

‘নীরোগ’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ নিঃরোগ। ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সাথে ‘র’ এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন-নিঃ+রব=নীরব, নিঃরস=নীরস। গুরুত্বপূর্ণ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ: সদ্য:জাত=সদ্যোজাত, দুঃ+ঘটনা=দুর্ঘটনা, দুঃ+গত=দুর্গত, আবিঃ+কার=আবিষ্কার, নিঃ+শেষ=নিঃশেষ

৫. ‘ঢাক ঢাক গুড় গুড়’ বাগধারাটির অর্থ কি? [১৫তম
প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. ষড়যন্ত্র খ. সন্দেহজনক আচরণ
গ. ঢাক জোরো বাজানোঘ. লুকোচুরি
উ: ঘ

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

‘ঢাক ঢাক গুড় গুড়’ বাগধারার অর্থ লুকোচুরি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা: টনক নড়া-সচেতন হওয়া, ঠোট ফুলানো-অভিমান করা, টেকির কচকচি-কলহ, ঢক্কা নিনাদ-উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা, ঢাকের কাঠি-তোষামুদে, ঢাকের বায়া-মূল্যহীন, ঢাকে কাঠি পড়া-সূচনা হওয়া, ঢলাঢলি-পরস্পর কেলেকারি।

৬. ‘অনেক’ শব্দটি- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-
২০১৯]

ক. অলুক তৎপুরুষ খ. উপপদ তৎপুরুষ
গ. নঞ তৎপুরুষ ঘ. নিত্য সমাস উ: গ

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

‘অনেক’ শব্দটি নঞ তৎপুরুষ সমাস। ‘অনেক’ শব্দের ব্যাসবাক্য নয় এক = অনেক। না-বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ তৎপুরুষ

সমাস হতে পারে। যেমন- ন বিশ্বাস = অবিশ্বাস(বিশ্বাসের অভাব)। ন সুখ = অসুখ, ন সময় = অসময়, ন কেজো = অকেজো, ন উন্নত = অনুন্নত, ন অভিজ্ঞ = অনভিজ্ঞ, ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর।

৭. 'ডাক্তার সাহেবের হাতযশ ভালো'- বাক্যে 'হাত' ব্যবহৃত হয়েছে- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. অধিকার অর্থে খ. যশ অর্থে

গ. অভ্যাস অর্থে ঘ. নিপুণতা অর্থে উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ঙ্গ ব্যাখ্যা

'ডাক্তার সাহেবের হাতযশ ভালো'- বাক্যে 'হাত' ব্যবহৃত হয়েছে-নিপুণতা অর্থে। বিভিন্ন অর্থে 'হাত' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- হাত আসা-দক্ষতা, হাতটান-চুরির অভ্যাস, হাতে আসা-আয়ত্তে আসা, হাত থাকা-কর্তৃত্ব, হাতে কলমে-কার্যকরভাবে, হাত ভারি-কৃপণ, হাত গুটান- কর্মে বিরতি, হাতে হাতে-অবিলম্বে, হাত ছাড়া-হস্তচ্যুত, হাতযশ-নিপুণতা।

৮. 'প্রসূন' এর প্রতিশব্দ হলো- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. ভ্রমর

খ. পত্র

গ. ফল

ঘ. পুষ্প

উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ঙ্গ ব্যাখ্যা

প্রসূন, কুসুম, রঙ্গন, ফুল প্রভৃতি 'পুষ্প' শব্দের সমার্থক শব্দ। 'ভ্রমর' শব্দের সমার্থক-মধুকর, মধুলেহ, মধুপ, মৌমাছি, অলি, শিলীমুখ, দ্বিরেফ। 'পত্র' শব্দের সমার্থক-পাতা(বৃক্ষের বা গ্রন্থের), চিঠি, লিখিত কাগজ, পাখির ডানা। 'ফল' শব্দের সমার্থক- বৃক্ষলতাদি থেকে জাত শস্য বা বীজধার, লাভ, উৎপন্ন, বস্তু, ধন, কার্যসিদ্ধি, প্রয়োজন, সুখ, দুঃখ, পরিণাম ইত্যাদি।

৯. I cannot spare an instant- বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. আমার তিলমাত্র সময় নেই

খ. আমার একতিল সময় আছে

গ. আমি এক মুহূর্ত অপব্যয় করতে পারি না

ঘ. ওপরের কোনোটিই নয়

উ: ক

দ্বিমার্যাক্ষি ঙ্গ ব্যাখ্যা

I cannot spare an instant- বাক্যটির বাংলা অনুবাদ- আমার তিলমাত্র সময় নেই। কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ - A golden key can open any door – টাকায় বাঘের দুধ মেলে। I can not help doing it – আমি এটা না করে পারি না। No one can live alone- কোন মানুষ একা বাস করতে পারে না। Call it a day- পুনরায় শুরু করা। I can not do without you- তোমাকে ছাড়া আমার চলে না। Beggars can not be choosers- ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

১০. 'নির্মোক' কোন শব্দগুচ্ছের সংকুচিত রূপ? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. পশুর খোলস খ. নির্মোহ লোক

গ. নিমোক রাখার পাত্রঘ. সাপের খোলস

উ: ঘ

দ্বিমার্যাক্ষি ঙ্গ ব্যাখ্যা

'সাপের খোলস' এর সংকুচিত রূপ- নির্মোক/কুঞ্চক। আরও কিছু বাক্য সংকোচন- বাঘের চামড়া-কৃষ্টি, হাতির শাবক-করভ, ব্যাঙের ছানা-ব্যাঙাচি, হরিণের চর্ম-অজিন, হরিণের চামড়ার আসন-অজিনাসন।

১১. 'আমার গানের মালা আমি কবর করে দান'। বাক্যটিতে 'কারে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. কর্তায় সপ্তমী খ. কর্মে সপ্তমী

গ. করণে সপ্তমী ঘ. অপাদানে সপ্তমী উ: খ

দ্বিমার্যাক্ষি ঙ্গ ব্যাখ্যা

'আমার গানের মালা আমি কবর করে দান'। বাক্য 'কারে'-কর্মে সপ্তমী বিভক্তি। কর্মে সপ্তমীর উদাহরণ: না মরে পাষান বাপ দিলা হেন বরে-কর্মে ৭মী। পুলিশে খবর দাও- কর্মে ৭মী। ফুলদল দিয়া কাটিল কি বিধাতা শলুনী তরুবরে- কর্মে ৭মী। বিপদে যেন না করি ভয়- কর্মে ৭মী।

করণে সপ্তমীর উদাহরণ: ফলে বৃক্ষের পরিচয়। বড় হও নিজের চেষ্টায়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। অপাদানে সপ্তমীর উদাহরণ: ভয় কি মরণে। তর্কে বিরত হও।

১২. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. প্রাতিপদিক খ. সাধিত শব্দ
গ. নামপদ ঘ. ক্রিয়াপদ উ: ক

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে-প্রাতিপাদিক। যেমন- ঘর, জল, ফল, হাত, সুখ, কথা, লোক ইত্যাদি। সাধিত শব্দ সমাস, সন্ধি, প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে গঠিত হয়। যেমন-নীলাকাশ, গরমিল, চলন্ত, প্রভাব, ডুবুরি, মঙ্গলগ্রহ। ক্রিয়াপদ-পড়ি, পড়ছে, পড়ব, করছে, করবে ইত্যাদি।

১৩. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. অব্যয় পদ খ. সম্বোধন পদ
গ. সর্বনাম পদ ঘ. ক্রিয়া পদ উ: ক

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় অব্যয় পদ। ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় পদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য-অব্যয় শব্দের সাথে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। অব্যয় শব্দের একবচন ও বহুবচন হয় না। অব্যয় শব্দের স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না। অব্যয় পদ ৩ প্রকার। যথা- বাংলা, তৎসম, বিদেশি। সর্বনাম পদ-আমি, আমরা, তিনি, তারা, আপনি, ইত্যাদি। সম্বোধন পদের উদাহরণ- মা আমাকে ফল দাও। ওহে বন্ধু, ধীরে চলো। ও ভাই, একটা কথা শোনো।

১৪. নিচের কোনটি জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ গ্রন্থ? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. কবিতার কথা
গ. ঝরা পালক ঘ. দুর্দিনের যাত্রী উ: খ

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ গ্রন্থ ‘কবিতার কথা’। এই প্রবন্ধের বিখ্যাত উক্তি-“সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি”। তার বিখ্যাত উক্তি-‘পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটরের বনলতা সেন’। জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস-মাল্যবান, সতীর্থ, কল্যাণী। ধূসর পাণ্ডুলিপি, ঝরা পালক, বনলতা সেন, রূপসী বাংলা ইত্যাদি জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ। জীবনানন্দ দাশের ওপর পিএইচডি করেন ক্লিনটন বি সিলি। জীবনানন্দ দাশের প্রথম কবিতা ‘বর্ষা আবাহন’। তার মা কুসুমকুমারী দাশ একজন মহিলা কবি। দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, যৌবনের গান, যুগবানী, রুদ্রমঙ্গল, কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধগ্রন্থ।

১৫. ‘ঙ’ ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ হলো- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. উম্য খ. উমো
গ. ইয়ো ঘ. উয়ো উ: ঘ

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

‘ঙ’ ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ উয়ো। কিছু গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ: আহ্বান- আওতান, অবিণব-ওভিনবো, সম্মান-শম্মান, লক্ষণ-লোক্খোন, স্বজন-শজোন, অধ্যবসায়-ওদধোবশায়।

১৬. ‘টপ্পা’ কী? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. এক ধরনের গানখ. নাচের মুদ্রা
গ. বাদ্যযন্ত্র ঘ. বিশেষ ধরনের খেলাউ: ক

দ্বিম্যবাহি ☑ ব্যাখ্যা

‘টপ্পা’ এক ধরনের গান। কবিগানের সমসাময়িককালে কলকাতা ও শহরতলিতে রাগ-রাগিনীযুক্ত এক ধরনের গুস্তাদি গানের প্রচলন ঘটেছিল, এগুলোই টপ্পা গান হিসেবে পরিচিত। টপ্পা গান থেকেই আধুনিক গীতি কবিতার সূত্রপাত হয়েছিল। টপ্পা গানের জনক রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু। তার বিখ্যাত গান-‘নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা’।

১৭. ‘লালসালু’ উপন্যাসের রচনাকাল কোনটি? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. ১৯৪৩ খ. ১৯৪৮

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

‘লালসালু’ উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৪৮। উপন্যাসটির রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এতে গ্রাম বাংলায় ধর্ম নিয়ে একটি শ্রেণির ব্যক্তিস্বার্থ অর্জন ও নারী জাগরণের চিত্র ফুটে উঠেছে। এটি ‘Tree without roots’ নামে ১৯৬৭ সালে অনূদিত হয়। উপন্যাসটি তার স্ত্রী ‘L Arbresams in aeme’ (১৯৬১) নামে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। এই উপন্যাসের চরিত্র: মজিদ, জমিলা, আমেনা। এতে নোয়াখালী অঞ্চলের কাহিনী বর্ণিত। তার বিখ্যাত উপন্যাস: ‘চাঁদের অমাবস্যা’, ‘কাঁদো নদী কাঁদো’, ‘How to cook beans’, ‘The ugly Asian’ ইত্যাদি।

১৮. কোন বানানটি শুদ্ধ? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. সচ্ছল খ. সচ্ছল
গ. স্বচ্ছল ঘ. স্বচ্ছল উ: ক

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

শুদ্ধ বানানটি সচ্ছল। ব ফলা যুক্ত কয়েকটি শুদ্ধ বানান-উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, প্রজ্জলিত, বিদ্বান, পক্ব, স্বত্ব, স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ, স্বস্তি, স্বায়ত্ত, সাঙুনা, বিশ্বাস, স্বতন্ত্র, স্বার্থ, স্বপ্ন, প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি।

১৯. ‘শীকর’ শব্দের অর্থ- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. গাছের মূল খ. মেনে নেয়া
গ. জলকণা ঘ. রাজস্ব উ: গ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

‘শীকর’ শব্দের অর্থ জলকণা বা বৃষ্টির পানি। শিকড় অর্থ গাছের মূল। কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ: সালতি-ছোট ডিঙ্গি নৌকা, প্রদোষ-সন্ধ্যা, অভিরাণ-সুন্দর, আহব-যুদ্ধ, সওগাত-উপহার, সায়র-দিঘি, উপধান-বালিশ।

২০. রত্ন > রতন হওয়ার সন্ধি সূত্র- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. স্বরভক্তি খ. স্বরসঙ্গতি
গ. অভিশ্রুতি ঘ. অপিনিহিত উ: ক

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

রত্ন > রতন হওয়ার সন্ধি সূত্র স্বরভক্তি। মাঝে মাঝে উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝখানে স্বরধ্বনি এলে তাকে মধ্যস্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে। যেমন- স্বপ্ন > স্বপন, লগ্ন > লগন, প্রাণ > পরান, শক্তি > শকতি, ভক্তি > ভকতি, জন্ম > জনম, মর্ম > মরম, ধর্ম > ধরম।

২১. ‘মনীষা’ শব্দের বিপরীত শব্দ- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. নির্বোধ খ. প্রজ্ঞা
গ. স্থিরতা ঘ. মনস্থিতা উ: ক

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

‘মনীষা’ শব্দের বিপরীত শব্দ নির্বোধ। মনীষা শব্দের অর্থ বিদুষী, পণ্ডিতা রমণী, বিদ্যাবতী স্ত্রী। ‘প্রজ্ঞা’ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বিপরীত শব্দ ভাসাভাসা জ্ঞান। স্থিরতা এর বিপরীত শব্দ গতিশীলতা। মনস্থিতা এর বিপরীত শব্দ সংকীর্ণচিত্ত। কিছু বিপরীত শব্দ-মুখরতা-মৌন, মজবুত-ঠুনকো, মাগনা-কষ্টার্জিত, মলিন-উজ্জ্বল, মূর্খ-জ্ঞানী, মসৃণ-বন্ধুর, মিত্র-শত্রু, মতৈক্য-মতানৈক্য।

২২. ব্রজবুলিতে কোন কবি পদাবলি রচনা করেন? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. গোবিন্দদাস উ: গ

দ্বিভাষাভিঃ ব্যাখ্যা

ব্রজবুলি হলো বাংলা ও মৈথিলি ভাষার সংমিশ্রণে তৈরি এক প্রকার কৃত্রিম কবিভাষা। বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলি রচনা করেন। তিনি মিথিলার কবি এবং ব্রজবুলি ভাষার স্রষ্টা। ব্রজবুলি কখনো মানুষের মুখের ভাষা ছিল না। এ ভাষায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস বিভিন্ন বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলি রচনা করেছেন। পদাবলি বলতে বোঝায় পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা। ব্রজবুলি হচ্ছে মিথিলার ভাষা।

২৩. উদাহরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. কোলন ড্যাশ খ. ড্যাশ

গ. কোলন ঘ. সেমিকোলন উ: ক

দ্বিভাষিকি ☑ ব্যাখ্যা

উদাহরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোলন ড্যাশ বিরাম চিহ্নের ব্যবহার হয়। কোলন ড্যাশ(:-) চিহ্নে এক সেকেন্ড থামতে হয়। উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাশ একসাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন: পদ পাঁচ প্রকার:-বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া। কোলন(:) একটি অপূর্ণ বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। এক সেকেন্ড থামতে হয়। ড্যাশ(-) যৌগিক বা মিশ্র বাক্য পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ড্যাশ চিহ্নের বিরতিকাল ১ সেকেন্ড। সেমিকোলন(;) একাধিক স্বাধীন বাক্যকে এক বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে। কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে, সেমিকোলন বসে। সেমিকোলনের বিরতিকাল ১ বলার দ্বিগুন সময়

২৪. গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. রামরাম বসু

গ. রামনারায়ণ তর্করত্ন ঘ. রাজা রামমোহন রায়

উ: ঘ

দ্বিভাষিকি ☑ ব্যাখ্যা

‘গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণ’ রচনা করেছেন রাজা রামমোহন রায়। গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১৮২৬ সালে প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৩৩ সালে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা। তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। তিনি বাংলা গদ্যে প্রথম বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করেন। রামরাম বসুকে কেরী সাহেবের মুনশি বলা হয়। কারণ তিনি উইলিয়াম কেরীকে বাংলা শেখান। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত ছিলেন। তার সাহিত্যকর্ম-রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, লিপিমাল্য(১ম বাংলা পত্রসাহিত্য) রামনারায়ণ তর্করত্ন ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’ নাটকের জন্য বিখ্যাত।

২৫. ‘প্রাকৃত’ শব্দের ভাষাগত অর্থ- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. মূর্খদের ভাষা খ. পণ্ডিতদের ভাষা

গ. জনগণের ভাষা ঘ. লেখকদের ভাষা উ: গ

দ্বিভাষিকি ☑ ব্যাখ্যা

‘প্রাকৃত’ শব্দের ভাষাগত অর্থ জনগণের ভাষা। প্রকৃতির অর্থাৎ জনগণের কথ্য ও বোধ্য ভাষা। প্রাকৃত ভাষাই আঞ্চলিক ভিন্নতা নিয়ে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়। যেমন- মাগধি প্রাকৃত, মহারাষ্ট্র প্রাকৃত, শৌরসেনি প্রাকৃত ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ যে ভাষায় কথা বলত তাকে বলা হয় প্রাকৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা। সংস্কৃত ছিল হিন্দু সমাজের উঁচু শ্রেণির বা পণ্ডিতদের ভাষা।

